দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 DEC 1998
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

নিরক্ষরকে সাক্ষর করার 'বিকশিত গাইবান্ধা' কার্যক্রম চলিতেছে

গাইবান্ধা সংবাদদাতা ॥ "বিকশিত গাইবান্ধা" নামে গাইবান্ধা জেলায় সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচীর (টিএলএম) কাজ চলিতেছে। সাঘাটা থানার কাজী আজহার আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত এক সমাবেশে গত ২২শে নভেম্বর জেলা প্রশাসক শারাউদ্দিন আহমেদ আনুষ্ঠানিকভাবে এই কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। গাইবান্ধা জেলায় "বিকশিত গাইবান্ধা" নামে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচী প্রায় ৪ মাস পূর্বে শুরু হইয়াছে। গত ২২শে নভেম্বর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। ইতিমধ্যে জেলায় ৫টি থানায় ৫৪টি ইউনিয়নে ৫৪টি পরীক্ষামূলক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে এই সাক্ষরতা কার্যক্রম চালানো হইতেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের দিন জেলার ৭টি থানা ও ১টি পৌরসভা এলাকায় মোট ১৪ হাজার ৫৮১টি শিক্ষা কেন্দ্রে স্থাপনের কথা প্রকাশ করা হয়। জানান হয় যে, প্রতি কেন্দ্রে ৩০ জন করিয়া শিক্ষার্থী একজন শিক্ষকের আওতায় শিক্ষা গ্রহণ করিবে। এই কর্মসূচীর আওতায়। জেলার প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ নিরক্ষর পুরুষ-মহিলাকে ৬ মাসের মধ্যে চেতনা ১, ২, ৩ বইয়ের সাহায্যে শিক্ষকগণ শিক্ষা প্রদান করিবেন। লেখাপড়া ও সাধারণ অংক শেখাই এই কর্মসচীর প্রধান কার্যক্রম। এই কর্মসূচীর আওতায় ৬-১০ বৎসর বয়স্ক শিশু ছাড়াও ১১-৪৫ বছরের বয়স্ক পুরুষ মহিলা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাইবে।

এ কর্মসূচীকে সার্থক করিবার জন্য ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষক এবং ৯৭২ জন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হইয়াছে। তাহারা দায়িত্ব পালন করিয়া চলিয়াছেন। কাজে দক্ষতার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থাও রহিয়াছে।

বর্তমানে এই জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে "বিকশিত গাইবান্ধার" সাইনবোর্ড আর পোষ্টার শোভা পাইতেছে। পল্লী গায়করা গান গাহিয়া লোকজনকে উজ্জীবিত করিতেছে।